গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
নিরাপদ খাদ্য শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৬৬.২২.০০১.২০.৩২১

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ১১ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়ঃ "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" বিতরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা।

খাদ্য জনগণের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। একটি সুস্থ সবল জাতি গড়ে তুলতে খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। জনগনের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করা এখন নতুন চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার আবশ্যকতা বিবেচনা করে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ২০১৫ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে "নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন, আমদানী, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন এবং বিক্রয় প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকল্পে বদ্ধপরিকর। দক্ষ ও সতর্ক হাতে খাদ্য তৈরির উপর খাদ্যের নিরাপদতা ও পুষ্টিগুন বহুলাংশে নির্ভর করে।

খাদ্য ক্রয়, প্রস্তুতকরণ, রান্না, পরিবেশ ও সংরক্ষণের সময় খাদ্য কিভাবে নিরাপদ রাখা যায় সে বিষয়ে ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক খাদ্য নির্দেশিকা" তৈরি করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সকল মানুষের পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তিতে নির্দেশিকাটি সহায়ক ভুমিকা রাখবে।

খাদ্য ক্রয় থেকে শুরু করে পরিবেশন পর্যন্ত খাদ্য প্রস্তুতকরণের সাথে সংযুক্ত পরিবারের গৃহিণী/গৃহকর্তার হাতে নির্দেশিকাটি পৌছে দেয়া এবং এ বিষয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত এ নির্দেশনা অনুসৃত হবে।

১। প্রচার-প্রচারণা :

(ক) "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" এর সফট কপি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর, সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটসহ সকল সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল থেকে নির্দেশিকাটির সফটকপি সরবরাহ করা হবে।

(খ) নির্দেশিকাটির বিষয়ে জেলা উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় ক্যাবল টেলিভিশন এবং পাত্রকা মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(গ) জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মাসিক সমন্বয় সভায় "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক গারিবারিক নির্দেশিকা"টির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। বিতরণ ও প্রাথমিক প্রশিক্ষণ :

(ক) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর, সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরে নির্দেশিকাটির প্রিন্ট কপি নিম্নবর্ণিতভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে জেলার জন্য নির্ধারিত কপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং উপজেলার জন্য নির্ধারিত কপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সরাসরি পৌছাতে হবে।

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর, সংবিধিবদ্ধ/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে-১ (এক) কপি;

- সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় -১ (এক) কপি;
- বিভাগীয় কমিশনার-২ (দুই) কপি;
- স্বনামধন্য মিডিয়া ব্যক্তি-১ (এক) কপি;
- আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক-৫ (পাঁচ) কপি;
- জেলা প্রশাসক-৬ (ছয়) কপি;
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক-১০ (দশ) কপি;
- নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা-১৫ (পনেরো) কপি;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার-১০ (দশ) কপি;
- উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক-১২ (বারো) কপি;

(খ) বিভাগীয় কমিশনারগণ বিভাগীয় পর্যায়ে ১টি পরিবারকে প্রতীকী হিসেবে খাদ্য নির্দেশিকার মৌলিক বিষয়ে মৌখিকভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং নির্দেশিকাটি বিতরণ করবেন;

- আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নির্দেশিকাটি বিতরণ, প্রচার ও এ বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণের যাবতীয় তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন;
- আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ৪টি পরিবারকে নির্বাচন করে তাদেরকে (একত্রে বা আলাদাভাবে) "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" সম্পর্কে খাদ্য নির্দেশিকার মৌলিক বিষয়ে মৌখিকভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং নির্দেশিকাটি বিতরণ করবেন;
- জেলা প্রশাসকগণ ৫টি পরিবারকে নির্বাচন করে তাদেরকে (একত্রে বা আলাদাভাবে) "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" সম্পর্কে খাদ্য নির্দেশিকার মৌলিক বিষয়ে মৌখিকভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং নির্দেশিকাটি বিতরণ করবেন;
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা প্রত্যেকে ১০টি পরিবারকে (পৃথকভাবে) খাদ্য নির্দেশিকার মৌলিক বিষয়ে মৌখিকভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং নির্দেশিকাটি বিতরণ করবেন;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক একইভাবে ১০টি পরিবার নির্বাচন করে (পৃথকভাবে) খাদ্য নির্দেশিকার মৌলিক বিষয়ে মৌখিকভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং নির্দেশিকাটি বিতরণ করবেন;

৩। টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ : প্রাথমিক পর্যায়ে সারাদেশে ১৫ হাজার পরিবারকে নির্বাচন করে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা"টি বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। পরবর্তীতে সারাদেশে আগ্রহী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এক লক্ষ পরিবারকে এ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যে কোন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ উদ্যোগে এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করতে পারবে;

৪। তথ্য সংরক্ষণ : নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তাদের তথ্য বাতায়নে "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" বিষয়ক একটি লিঙ্ক তৈরি করবেন। সারাদেশে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত ১৫ হাজার পরিবারের ডাটাবেজ এবং নির্দেশিকাটি বিতরণের ছবি লিঙ্কে সংরক্ষণ করবেন। জেলা ও উপজেলা থেকে প্রতিটি পরিবারের নাম, ঠিকানা সম্বলিত ডাটাবেজ এবং নির্দেশিকা বিতরণের ছবি নিম্নের (যে কোন একটি) ই-মেইলে/গুগল ফর্মে প্রেরণ করতে হবে :

১। বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের জন্যঃ
kripa.sindhu.bfsa@gmail.com
https://forms.gle/QETWNfcMLei7whpX8
২। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগের জন্যঃ
shemul.bary.bfsa@gmail.com
https://forms.gle/qtUfmmXMrwEdatwk8

৩। রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট বিভাগের জন্যঃ
shemulbary@gmail.com
https://forms.gle/Cb4CHT8ZnfNsLpXc8

৫। **খাদ্য জ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক প্রশিক্ষণ :** প্রতিটি পরিবারকে "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা"র নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপরে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে :

- খাদ্যের নিরাপদতা;
- খাদ্য বাছাই ও ক্রয়কালে করণীয় ও বর্জনীয়;
- খাদ্য মজুদ ও সংরক্ষণের উপায়;
- খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রান্নার কৌশল;
- স্বাস্থ্যকর খাবারের মৌলিক জ্ঞান;
- খাবার মোড়কীকরণ বা প্যাকেটজাতকরণের নিয়ম;
- খাদ্যজাত আবর্জনা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

৬। সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা তাদের দাপ্তরিক ওয়েব সাইটে নির্দেশিকার সফট্ কপি আপলোড করবেন অথবা লিংক সংযুক্ত করবেন;
৭। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থায় সফট্ কপি প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রতিটি পরিবারকে **খাদ্য জ্ঞান প্রদান করছেন,** এমন ১টি এবং **নির্দেশিকা হস্তান্তর করছেন** এমন ১টি মোট ২টি ছবি নিবেন। পরিবার প্রধানের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ ছবি ২টি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়নের নির্ধারিত লিঙ্কে ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে আপলোড করবেন। কোনো প্রতিবেদন দেয়ার প্রয়োজন নেই।
Identical হওয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ নিজেরাই নির্দেশিকাটি হস্তান্তর করে ছবি নিবেন। ছবি ও এ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হবে। এটি সরকারের একটি তথ্য নির্ভর ডকুমেন্ট হিসেবে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং সরকারি কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে।

২২/১২/২০২২
(মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়